ছোটোদের ৩০ হাদিস

সংকলন : আলি আতিক আজ-জাহেরি

ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

সকল কাজই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল	০৯
ইসলামের খুঁটি	১১
আল্লাহর নাম নাও	১৩
ভালো স্বপ্ন	১৫
ঈমানের স্বাদ	১৭
মুমিন এক গর্তে দুবার পড়ে না	১৯
সালামের গুরুত্ব	২১
হাসিমুখে কথা বলা	২৩
ক্ষমা ও ধৈর্য	২৫
উত্তম চরিত্র	২৭
একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা	২৯
হিংসা-বিদ্বেষ	৩১
জবান ও হাত হেফাজত করা	৩৩
সত্য বলা এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকা	৩৫
পারস্পরিক সহযোগিতা	৩৭
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া	৩৯
মুনাফিকের আলামত	৪১
সালাত আদায়রত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া	৪৩
অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা	৪৫

সূচিপত্র

গিবত করা নিষেধ	৪৭
প্রতিবেশীর অধিকার	৪৯
সৌন্দর্য বনাম অহংকার	৫১
সঙ্গীর প্রভাব	৫৩
সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ করা	৫৫
শক্তিশালী মুমিন	৫৭
অসৎকর্ম হতে দেখলে করণীয়	৫৯
সন্দেহযুক্ত ব্যাপার থেকে দূরে থাকা	৬১
কাদের সঙ্গে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করতে হবে?	৬৩
আল্লাহ তায়ালা আমাদের বাহ্যিক রূপের দিকে তাকান না	৬৫
মা বিধর্মী হলেও তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে	৬৭

চলো কিছু নতুন শব্দ শিখি

নবি ও রাসূল : নবি ও রাসূল হচ্ছেন দুনিয়াতে আল্লাহর মনোনীত বার্তাবাহক। মহান আল্লাহ তায়ালার কথাগুলো আমরা যাদের মাধ্যমে জানতে পারি তারাই হচ্ছেন নবি-রাসূল। ওপর আল্লাহ তায়ালা আসমানি কিতাব নাজিল করেন। সর্ব প্রথম নবি হলেন আদম (আ.) আর সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ (আ.)। তারপর আর কোনো নবি দুনিয়াতে আসবেন না।

সাহাবি : সাহাবি অর্থ হলো–সঙ্গী, সাথি। যিনি ঈমানের সাথে রাসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমানের সাথেই মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে সাহাবি বলে।

হাদিস : হাদিস শব্দের অর্থ–কথা, বাণী, উক্তি ইত্যাদি। রাসূল (সা.)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদিস বলে।

রাবি : রাবি অর্থ বর্ণনাকারী। অর্থাৎ যিনি আল্লাহ রাসূলের নিকট থেকে হাদিস শুনে সেই হাদিস অন্যকে বলেছেন, তাকে রাবি বলা হয়।

দরুদ : দরুদ অর্থ তাসবিহ, গুণকীর্তন, রহমত, দয়া ইত্যাদি। নবি-রাসূলের নাম নিলে সাথে সাথেই দরুদ পড়া হয়।

এতিম : যদি কোনো ছোটো ছেলে অথবা মেয়ের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই বাবা মারা যায়, তাকে এতিম বলে।

মুসাফির : মুসাফির অর্থ ভ্রমণকারী। ধরো তুমি কোথাও ঘুরতে বা অন্য ৪৮ মাইল (৭৭. ৩২ কি.মি) বা এর বেশি ভ্রমণ করেছ। তখন তোমাকে মুসাফির বলা হবে। মুসাফির অবস্থায় আল্লাহ অনেক সুযোগ দিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে তোমরা এগুলো জানতে পারবা।

উম্মুল মুমিনিন : রাসূল (সা.)-এর সম্মানিত স্ত্রীগণকে উম্মুল মুমিনিন বলা হয়। তারাও আমাদের জন্য আদর্শ।

গিবত : গিবত অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, পেছনে বলা ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার নামে এমন কথা বলা–যা শুনলে সে কষ্ট পায়, তাকে গিবত বলে।

আমলে সালিহ : আমল অর্থ কাজ, সালিহ অর্থ সৎ, নেক, উত্তম। নেক বা উত্তম কাজকে আমলে সালিহ বলা হয়। আমরে সালিহ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে।

মুমিন : মুমিন অর্থ বিশ্বাসী। আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবি-রাসূল, আরিখাত, তাকদির, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি মুমিন বলা হয়। মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন।

সহিহ হাদিস : সহিহ অর্থ শুদ্ধ, নির্ভুল, ত্রুটিমুক্ত। যে হাদিস একেবারেই বিশুদ্ধ, যার মধ্যে কোনো সংন্দেহ নেই, দোষ নেই, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

মুহাজির : মুহাজির অর্থ–দেশত্যাগকারী। ইসলামের জন্য কেউ যদি নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যায় তখন তাকে মুহাজির বলে।

মুহাদ্দিস : হাদিস বিষয়ে যিনি অনেক বেশি জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস বলে।

ফকিহ : ইসলামের অনেক সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয় আছে, যেগুলো আমাদের পক্ষে বোঝা খুবেই কঠিন। কিন্তু এক দল মানুষ আছেন যারা এগুলো বুঝতে পারেন এবং আমাদেরও বোঝাতে পারেন। সেইসব মানুষদের ফকিহ বলা হয়।

তাকদির : তাকদির অর্থ ভাগ্য, নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য ভালো-মন্দ যা-ই লিখে রেখেছেন, তাকে তাকদির বলে।

رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا

হে আমার রব!
আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।

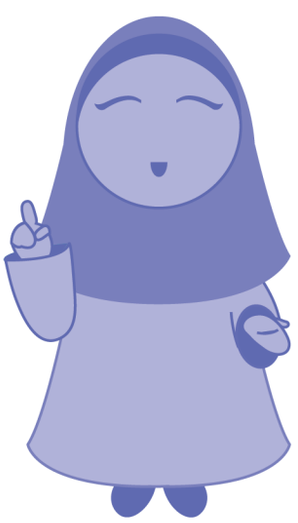

সকল কাজই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—'হে লোকসকল, প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। মানুষ তাঁর নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তাহলে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই বিবেচিত হবে। তাই যারা হিজরত করবে দুনিয়াবি ফায়দার জন্য অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্য, তাহলে তারা হিজরতের পুরস্কার হিসেবে সেটাই পাবে, যা তারা নিয়ত করেছে (সওয়াব বা আল্লাহর সন্তুষ্টি সে পাবে না)।' সহিহ বুখারি : ৬৫৫৩

রাবির পরিচয়

এই হাদিসের রাবি বা বর্ণনাকারী উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের একজন বড়ো সাহাবি। তাঁর উপাধি হচ্ছে ফারুক, অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। নবিজির ইন্তেকালের পর তিনিই হন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।

যা শিখলাম হাদিস থেকে

ক ভালো-মন্দ সকল কাজের বিচার আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিয়ত অনুযায়ী করবেন।

খ আমাদের সৎকর্মের পুরস্কারও নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

গ ইসলামের স্বার্থে প্রয়োজনে ঘরবাড়ি বা দেশত্যাগ করতে হবে।

ঘ ইসলামের জন্য দেশ ত্যাগ করাকে হিজরত বলে।

এসো নিজেকে যাচাই করি

ক এই হাদিসের রাবি কে?

খ ইসলামের স্বার্থে দেশত্যাগ করাকে কী বলে?

গ সকল কাজ কীসের ওপর নির্ভরশীল?

ইসলামের খুঁটি

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–'পাঁচটি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম–

১. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।
২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা।
৩. জাকাত আদায় করা।
৪. হজ করা এবং
৫. রমজানের রোজা পালন করা।' সহিহ বুখারি : ০৮

রাবির পরিচয়

এই হাদিসের রাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর পুত্র। হাদিস বর্ণনা ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অনেক বড়ো পণ্ডিত। ছোটোবেলা থেকেই তিনি নবিজির সান্নিধ্যে থাকতেন। সারাক্ষণ নবিজির সাথে সাথে থেকে তাঁর কথা ও কাজ স্মৃতিপটে গেঁথে রাখতেন। ফলে হাদিসশাস্ত্রে তাঁর মতো গভীর জ্ঞানের অধিকারী সাহাবি খুব কমই ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন পাক্কা ঈমানদার।

যা শিখলাম হাদিস থেকে

ইসলামের খুঁটি পাঁচটি।

১ শাহাদাহ (সত্য সাক্ষ্য)

২ সালাত

৩ জাকাত

৪ হজ

৫ রোজা

এসো নিজেকে যাচাই করি

ক কীভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হাদিসশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন?

খ ইসলামের পাঁচটি খুঁটির নাম কী?

গ খুঁটিগুলোর মধ্যে কোনটিকে আমাদের প্রতিদিন পালন করতে হয়?

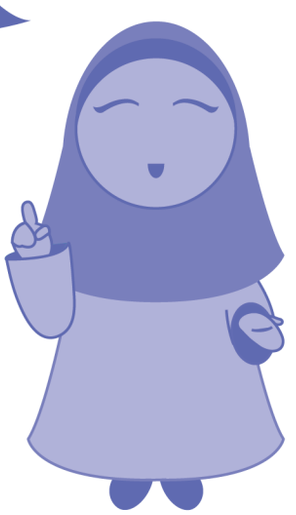

আল্লাহর নাম নাও

عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

উমর ইবনে আবু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–'আমি বাল্যকালে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে ছিলাম। একদা খাবার পাত্রে আমার হাত ছোটাছুটি করছিল অর্থাৎ একবার প্লেটের এপাশ থেকে খাবার নিচ্ছিলাম, আরেকবার ওপাশ থেকে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, বেটা! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের (কোলের) পাশ থেকে খাও।' সহিহ বুখারি : ৫০৬১

হাদিস-৩

রাবির পরিচয়

ওপরের হাদিসটির রাবি হলেন উমর ইবনে আবু সালামা আল মাখজুমি (রা.)। তিনি ছিলেন একজন তরুণ সাহাবি। নবিজির স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-এর আগের ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে আলি (রা.)-এর খিলাফত আমলে বাহরাইনের শাসক হয়েছিলেন উমর ইবনে আবু সালামা (রা.)। ৫৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

যা শিখলাম হাদিস থেকে

ক আমরা আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করব।

খ সর্বদা ডান হাত দিয়ে খাব।

গ সবাই একসাথে বসলে আমার সামনে বা নিকটে যা আছে, তা-ই খাব।

ঘ প্লেটের একপাশ থেকে খাব।

ঙ একা একা খাওয়ার চেয়ে সবাই একসাথে এক পাত্র থেকে খাবার গ্রহণ করা উত্তম।

এসো নিজেকে যাচাই করি

ক খাবারের পূর্বে আমরা কী করব?

খ উমর ইবনে আবু সালামা (রা.) কি নবিজির নিজের পুত্র ছিলেন?

গ এই হাদিস থেকে খাবারের তিনটি আদব বলো দেখি!

ঘ তুমি কি একা একা খাবে, নাকি সবার সঙ্গে একসাথে খাবে?

ভালো স্বপ্ন

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–'ভালো স্বপ্ন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা তাঁর নিকট অপছন্দনীয়, তাহলে সে যেন তাঁর ক্ষতি এবং শয়তানের অমঙ্গল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং (বাম দিকে) তিনবার থুতু ফেলে। আর স্বপ্নটি যেন কারও নিকট প্রকাশ না করে। এমনটি করলে তার আর কোনো ক্ষতি হবে না।' সহিহ বুখারি : ৩১১৮

রাবির পরিচয়

এই হাদিসের রাবি আবু কাতাদা আল আনসারি (রা.)। তাঁর আসল নাম হলো আল হারশ আস-সুলামি। 'আবু কাতাদা' তাঁর ডাকনাম। তিনি মদিনার অধিবাসী ছিলেন। একজন দক্ষ সৈনিক হিসেবে তাঁর ছিল বেশ সুনাম। উহুদ যুদ্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনিও ৫৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।